বাংলাদেশ ফরম
নং- ৩৭০১

হাইকোর্ট বিভাগ ফরম নং (জ) ২
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম

জেলা ঃ চট্টগ্রাম

সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

উপস্থিত ঃ **জনাব মোঃ হাসান জামান,** সিনিয়র সহকারী জজ

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসের ৩১ দিবসের মঙ্গলবার

অপর মামলা নং ঃ ১৪৩/২০১৬

মোহাম্মদ মুছা ---------- বাদীপক্ষ

বনাম

আমিনা খাতুন গং ---------- বিবাদীপক্ষ

চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ সমূহ (যুক্তিতর্ক শুনানিসহ)ঃ ১৫/০৯/২০২০ ইং, ০২/০২/২০২১ ইং, ১৬/০২/২০২১ ইং, ১০/০১/২০২২ ইং, ০১/০৩/২০২২ ইং ১৯/০৫/২০২২ ইং ,২২/০৬/২০২২ ইং ১০/০৮/২০২২ ইং; ১৫/০৯/২০২২ ইং; ০৭/১১/২০২২ ইং ; ০৫/০১/২০২৩ ইং ও ৩০/০১/২০২৩ খ্রিঃ ।

বাদীপক্ষের এ্যাডভোকেটঃ জনাব এ এম মোয়াজ্জেম হোসেন

বিবাদীপক্ষের এ্যাডভোকেটঃ জনাব দীপক কুমার শীল

এর উপস্থিতিতে চূড়ান্ত শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং অদ্য বিবেচনার্থে পেশ করা হইল, অত্র আদালত নিম্নরূপ রায় প্রদান করে ঃ

বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি নালিশী ভূমিতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছে।

১) **<u>বাদীপক্ষের দাখিলী আরজীর সংক্ষিপ্তরূপ এই যে,</u>** নালিশী আর এস ৫০৮ খতিয়ানের আর এস ৬৭০/৬৭২ দাগের ভূমি আব্দুল মজিদের এবং ৬৭১/৬৭৪ দাগের ভুমির আমিন শরীফের এবং অবিরোদীয় দাগ ভুমি ইমাম শরীফের ছিল। আর এস খতিয়ান তাদের নামে ছুড়ান্ত প্রচার আছে। আমিন শরীফ ও আবদুল মজিদের ওয়ারীশগণ আর এস ৬৭৩/৬৬৬/৬৭১/৬৬৯ দাগে ৪১ শতক ভুমি ০৩/০৪/৩৯ ইং তারিখে ১০২৭ নং কবলামুলে সুলতান আহম্মদ বরাবর বিক্রয় করেন। সুলতান আহম্মদ ২৯/০৯/৮৩ ইং তারিখে আরো ১০ শতক ভুমি আবদুল মজিদের পুত্র হতে খরিদ করেন।

সুলতান আহম্মদ আর এস ৫০৮ খতিয়ানের রায়ত আবদুর রহমানের পুত্র হয়। সুলতান আহম্মদ ৫/১১/১৯৯৬ ইং ও ২৩/১১/১৯৯৬ ইং তারিখে দুই কবলায় ১১ গন্ডা ভুমি বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। এভাবে বাদী বিরোধীয় (ক) বন্দের ভুমিতে স্বতবান ও দখলকার হন। বাদী উক্ত ভুমিতে মাটি ভরাটক্রমে সেখান গাছপালা রোপনে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় ২০০৯ সনে এগ্রোফিশ মিল করার জন্য এমদাদুল হক গং দের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। তারা সেখানে মেস্ত্রীদের থাকার জন্য ১০ হাত বাই ৭ হাত বিশিষ্ট একটি টিনের ছাউনীযুক্ত ঘর করলে ১৬/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে কে বা কাহার তা পুড়িয়ে দেয়। যার প্রেক্ষিতে বাদী ৭০২ নং সাধারণ ডাইরী করেন। বিরোধীয় ভুমি বাদীর খরিদা অনালিশী ভুমি থেকে ৫০ হাত দূর হবে। নালিশী ভুমি বিবাদীগণ খরিদ করিতে চাইলে বাদী তাহাতে অসম্মত হওয়ায় বিবাদীগণ বিগত ১৪/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বাদীকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শণ করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রির প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করেন।

২) **১/২ নং বিবাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় জবাব দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে।**
বিবাদীপক্ষের দাখিলী জবাবের সংক্ষিপ্তরূপ এই যে, আর এস ৫০৮ নং খতিয়ানের ৬৭১/৬৭৪ দাগের ভুমি আমিন শরীফের স্বত্বীয় দখলীয় ছিল। আমিন শরীফ মরনে পুত্র মকবুল আহম্মদ স্ত্রী রাবেয়া খাতুন ও কন্যা আছমা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আর এস ৬৭২/৬৭০ দাগের ভুমি আবদুল মজিদের ছিল। আবদুল মজিদ ১৯/৫/১৯৩৭ ইং তারিখে কবলামুলে আর এস ৬৭০/৬৭২ দাগে ভুমি আবদুর রহমানের নিকট বিক্রয় করেন। আবার মকবুল আহম্মদ ও রাবেয়া খাতুন ১৯৩৯ ও ১৯৫৪ ইং সনে কবলামুলে নালিশী ভুমি আবদুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। আবদুর রহমান মরনে স্ত্রী তারা জান, ২ পুত্র সোলতান আহম্মদ ও সোলেমান এবং ২ কন্যা আবেদা ও ফাতেমা কে ওয়ারীশ রেখে যান। তাদের নামে বি এস ২৭৫ নং খতিয়ান হয়।

৩) সোলতান আহম্মদ ২৮/০১/১৯৮২ খ্রিঃ তারিখে ১৯৫১ নং কবলামুলে ২১.১১ শতক ভুমি সোলেমান চৌধুরীর বরাবর হস্তান্তর করেন। আবেদা খাতুন ২১/০১/১৯৮২ ইং তারিখে দুই কবলায় ৪.৫০ শতক ভুমি সোলেমান চৌধুরীর নিকট বিক্রয় করেন। ফাতেমা খাতুন একই তারিখে ৪৪.৮৮ শতক ভুমি সোলেমান চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে সোলেমান চৌধুরী ০২/০৪/১৯৮৪ ইং তারিখে ৫৮৭০ নং কবলামুলে ৩০ শতক ভুমি জাকারিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। জাকারিয়া উক্ত ভুমি ০৯/০১/১৯৮৫ ইং তারিখের এওয়াজনামামুলে ২ নং বিবাদীর কাছে হস্তান্তর করেন। ২ নং বিবাদী ২১/১০/১৯৯৫ ইং তারিখে ৬৭৫৩ নং কবলামুলে ১০ শতক ভুমি আবদুর রহমান এর নিকট হস্তান্তর করেন। আবদুর রহমান সেই ভুমি ১ নং বিবাদীর নিকট বিক্রয় করেন। মকবুল আহম্মদের পরবর্তী জের ওয়ারীশগণ ২১/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত দানপত্র মূলে আর এস ৬৭৪ দাগে ৪ গন্ডা ভূমি জিন্নাত ইসলামের নিকট বিক্রয় ও দখল অপর্ণ করেন।

৪) বিবাদীগণ নালিশী ভুমি এওয়াজ ও খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে বৃক্ষাদি ফলিয়ে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। বি এস ১৬৩০ নং খতিয়ান বিবাদীর নামে ছড়ান্ত প্রচার আছে। বাদী গোপনে নামজারি খতিয়ান সৃজন করিলে বিবাদীগনের আপত্তি প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ৩৫১/১৩ ইং মামলায় বাদীর নামজারি খতিয়ান বাতিল করেন। মিস ১২৯/২০১৬ নং মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নালিশী ভুমি বিবাদীদের দখলে মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন। বাদী নালিশী ভুমির জন্য নামজারি জমাভাগ মামলা ৮৬৪৯/২০১১ দায়ের করলে তা ১৩/০৫/২০১৮ ইং তারিখে খারিজ হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বাদী মিস ৭০০/২০১৮ দায়ের করলে তদন্ত প্রতিবেদনে নালিশী ভুমি বিবাদীর দখলে রিপোর্ট থাকায় উক্ত মামলা খারিজ হয়। বাদীর কথিত ৫/১১/১৯৯৬ ও ১০/১১/১৯৯৬ ইং তারিখের ৬৫০৯/৬৯২৩ নং কবলাদ্বয় জাল ফেরবী ও অকার্যকর দলির হয়। কথিত কবলামুলে বাদী কোন স্বত্ব দখল অর্জন করেননি। নালিশী ভুমিতে বাদীর কোনরুপ স্বত্ব দখল না থাকায় এবং মামলাটি হয়রানীমূলক বিধায় অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা ক্ষতিপূরণ ও খরচাসহ ডিসমিস হইবে।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১. অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২. অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩. অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪. নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের প্রাইমা ফেসী স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

৫. বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

৫) বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণের জন্য মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বাদীপক্ষে P.W.-1 হিসাবে বাদী মোঃ মুছা, P.W.-2 হিসাবে আবদুল শুক্কুর, P.W.-3 হিসাবে মোহাম্মদ আলী, P.W.-4 হিসাবে মোঃ জহিরুল ইসলাম আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বাদীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী [১ সিরিজ, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭] হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত রহিয়াছে। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষ তাহাদের দাখিলী জবাবের সমর্থনে মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। বিবাদীপক্ষে D.W.-1 হিসাবে ইসলাম আহাম্মেদ, D.W.-2 হিসাবে হাসমত আলী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রদর্শনী [ক, খ, গ, ঘ সিরিজ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ সিরিজ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত সিরিজ, থ সিরিজ, দ, ধ , ন] হিসাবে প্রমাণ চিহ্নিত রহিয়াছে। নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করিলাম এবং উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলিদের বক্তব্য শুনিলাম।

৬) প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার কর্নফুলী থানাধীন চরপাথরঘাটা মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৫০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

৭) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদী আরজীর তপশীল বর্ণিত (ক) বন্দের ভূমি খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিগত ১৪/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার এবং নালিশী জমিতে গৃহাদি বন্ধনের হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৮) বিগত ১৪/১০/২০১৬ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ২৫/১০/২০১৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৯) **বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ ঃ**

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। প্রথমেই আলোচনা করা যাক যে নালিশী ভুমিতে বাদীর আপাত স্বত্ব বিদ্যমান আছে কিনা ? বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৫০৮ নং খতিয়ানের আর এস ৬৭১, ৬৭২, ৬৭০,৬৭৪ দাগের সামিল বি এস ২৭৫ নং খতিয়ানের বি এস ২৬১, ২৬৪ দাগে ২২ শতক ভুমিতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেছেন। P.W.-1 কর্তৃক দাখিলী আর এস ৫০৮ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, খতিয়ানের মন্তব্য কলাম প্রকাশমতে আর এস ৬৭০/৬৭২ দাগের (৪+৩০)= ৩৪ শতক ভুমির একক মালিক ছিল আবদুল মজিদ এবং ৬৭১/৬৭৪ দাগের (৩ +৯) = ১২ শতক ভুমির একক মালিক ছিল আমিন শরীফ। P.W.-1 এর সাক্ষ্যমতে আবদুল মজিদ মরনে এক পুত্র আবদুস ছবুর এবং আমিন শরীফ মরনে এক পুত্র মকবুল আহম্মদ ও কন্যা রাবেয়া খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বাদীপক্ষের দাবি হলো মকবুল আহম্মদ ও রাবেয়া খাতুন আর এস ৬৭৩/৬৬৬/৬৭১/৬৬৯ নং দাগ আন্দরে ৪১ শতক ভুমি ১৯৩৯ ইং সনে সুলতান আহম্মদের নিকট বিক্রয় করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় কবলা [**প্রদর্শনী-চ**] হতে দেখা যায় উক্তরুপ হস্তান্তরের সত্যতা রয়েছে তবে উক্ত সম্পত্তি সুলতান আহম্মদ নয়, আবদুর রহমানের নিকট বিক্রয় হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। [**প্রদর্শনী-৬**] হতে প্রতীয়মান হয় আবদুল মজিদের পুত্র আবদুস ছবুর ২৯/০৯/৮৩ ইং তারিখে ৬৬৫/৬৬৮/৬৬৯/৬৭৪ দাগে ১০ শতক ভুমি সুলতান আহম্মদের নিকট বিক্রয় করেন। P.W.-1 এর সাক্ষ্য মতে আর এস রেকর্ডী আবদুর রহমান ও সুলতান আহম্মদ পিতা-পুত্র মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী ২২ শতক সম্পত্তি বাদী উক্ত সুলতান আহম্মদ হতে ৫/১১/১৯৯৬ ইং ও ২৩/১১/১৯৯৬ ইং তারিখের কবলা মূলে খরিদ পূর্বক স্বত্ববান হন। বাদীপক্ষ ২৩/১১/৯৬ ইং তারিখের খরিদা দলিল দাখিল না করলেও অপর খরিদা দলিল প্রদর্শনী-৭ হতে বাদী সুলতান আহম্মদ হতে নালিশী দাগাদি আন্দর ২১ শতক সম্পত্তি খরিদের সত্যতা পাওয়া যায়। বাদীপক্ষের দাখিলীয় নামজারি খতিয়ান নং ৫৯৯ [প্রদর্শনী- ১(খ)] হতে বাদী মোহাম্মদ মুছার নামে নামজারি খতিয়ান সৃজনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১০) অপরদিকে বিবাদীপক্ষ বাদীর উক্ত ৫/১১/১৯৯৬ ইং ও ২৩/১১/১৯৯৬ ইং তারিখের খরিদা দলিলদ্বয় ফেরবী পণশূন্যে ও অকার্যকার দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী কবলা প্রদর্শনী-ঙ হতে পাই যে, আর এস রেকর্ডী আবদুল মজিদ ১৯.৫.১৯৩৭ ইং তারিখে নালিশী ৬৭০/৬৭২ দাগে ১০ শতক ভুমি আবদুর রহমান বরাবর হস্তান্তর করেছেন। [প্রদর্শনী ছ] হতে দেখা যায় আর এস রেকর্ডী আমিন শরীফের পুত্র কন্যা মকুবল ও রাবেয়া নালিশী ৬৭১ দাগ সহ অনালিশী দাগে ৪১ শতক ভুমি উক্ত আবদুল রহমান এর নিকট বিক্রয় করেন। D.W.1 এর সাক্ষ্যমতে আব্দুর রহমান মরনে ১ স্ত্রী ২ পুত্র ও ২ কন্যা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে এবং তাদের নামে বি এস ২৭৫ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। প্রদর্শনী-গ পর্যালোচনায় উক্ত দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। [প্রদর্শনী- জ] হতে দেখা যায় আবদুর রহমানের পুত্র সোলতান ২৮.০১.১৯৮২ ইং তারিখে ৩ গন্ডা ৪ দন্ত বা ৬.১১ শতক ভুমি

সোলেমান চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত একই তারিখে আবদুর রহমানের কন্যা আবেদা খাতুন দুই কবলায় নালিশী দাগাদি সহ অনালিশী দাগে ৫৪ শতক ভূমি সোলাইমান চৌধুরী বরাবর হস্তান্তর করেন। দাখিলীয় কবলা প্রদর্শনী-ঝ ও প্রদর্শনী-ঞ পর্যালোচনায় উক্ত হস্তান্তরের সত্যতা মিলেছে। আবার প্রদর্শনী ঞ(১) হতে দেখা যায় আবদুর রহমানের অপর কন্যা ফাতেমা খাতুন নালিশী দাগাদি আন্দরে তাহার স্বত্বীয় ৪৪.৮৮ শতক ভূমি সোলাইমান চৌধুরীর বরাবর হস্তান্তর করেন। [প্রদর্শনী ট], [প্রদর্শনী ঠ], [প্রদর্শনী ড] ও [প্রদর্শনী ঢ] পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় উক্ত সোলাইমান চৌধুরী থেকে হস্তান্তর পরিক্রমায় নালিশী দাগাদি ৬৭১/৬৭০/৬৭২ সহ অনালিশী দাগের আন্দরে ৩০ শতক ভূমি ২ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয় এবং ২ নং বিবাদীর ৩০ শতক থেকে ১০ শতক ভূমি প্রথমে আবদুর রহমান ও পরবর্তীতে ১ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। প্রতীয়মান হয় যে এভাবে নালিশী ৬৭১/৬৭০/৬৭২ সহ অনালিশী দাগের আন্দরে ৩০ শতক ভূমিতে ১/২ নং বিবাদী স্বত্ববান হন। নালিশী ৬৭৪ দাগে ৮ শতক ভূমি জিন্নাত ইসলাম দানপত্র মূলে মকবুল আহম্মদের ওয়ারীশ হতে প্রাপ্তে স্বত্ববান মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১) উপরিউক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে বাদী আর এস রেকর্ডী আবদুল মজিদের পুত্র আবদুস ছবুর হতে নালিশী ৬৭৪ দাগ সহ অনালিশী দাগে ১০ শতক ভূমি খরিদের দাবি করলেও আর এস ৬৭৪ দাগের মালিক আমিন শরীফ হওয়ায় উক্ত দাগের ভূমি আবদুস ছবুরের বিক্রয়ের কোন অধিকার ছিল না মর্মে প্রতীয়মান হয়। আবদুস সবুরের পিতা আবদুল মজিদ নালিশী ৬৭০/৬৭২ দাগে ১০ শতক ভূমি ১৯৩৭ সনে আবদুর রহমান বরাবর হস্তান্তর করায় আবদুস ছবুরের প্রকৃতপক্ষে নালিশী দাগাদিতে কোন বিক্রয়যোগ্য স্বত্ব বিদ্যমান ছিল না। আবদুর রহমানের ওয়ারীশ হিসাবে সুলতান আহম্মদ এককভাবে নালিশী দাগাদি আন্দরে ২২ শতক ভূমি বাদীর নিকট বিক্রয়ের কোন হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব ছিল না বলে আমি মনে করি। কেননা সুলতান আহম্মদ নিজেই ১৯৮২ সনে নালিশী ৬৭০/৬৭১/৬৭২ দাগাদির আন্দরে ৬.১১ শতক ভূমি বিবাদীর বায়া সোলেমান চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেছেন। আবার আব্দুর রহমান ০২ কন্যাও নালিশী দাগে তাদের স্বত্বাংশীয় ভূমি উক্ত সোলেমান চৌধুরীর নিকট হস্তান্তর করেন। সোলেমান চৌধুরী হতে বায়াক্রমে তফসিলোক্ত সম্পত্তি ১ ও ২ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সোলতান আহম্মদের নালিশী দাগাদিতে কোন হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব না থাকায় ১৯৯৬ সনের ৬৫০৯ ও ৬৯২৩ নং কবলামুলে নালিশী দাগাদির ভূমিতে বাদী কোন স্বত্ব অর্জন করেননি বলে আমি মনে করি। সার্বিক পর্যালোচনায় তফসিলোক্ত ২২ শতক ভূমিতে বাদীর আপাত স্বত্ব বিদ্যমান নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১২) চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত যে বিষয়ের উপর মামলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল বিদ্যমান আছে কিনা। বাদীপক্ষ কে অবশ্যই নালিশী ভূমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে। দখল বিষয়ে P.W.-1 এর ভাষ্য হলো সুলতান আহম্মদ হতে ১৯৯৬ ইং সনে নালিশী ২২ শতক ভূমি খরিদের পর থেকে বাদী উক্ত ভূমিতে গাছপালা লাগিয়ে ভোগদখলে আছেন। P.W.-1 দাবি করেন যে সরেজমিনে বাদী দখলে থাকায় বাদীর নামে

বি এস নামজারি ৫৯৯ নং খতিয়ান হয়। বাদীপক্ষের দাখিলীয় উক্ত নামজারি খতিয়ান প্রদর্শনী- ১(খ) পর্যালোচনায় উক্ত দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়। P.W.-2 নালিশী জমিতে বাদীর হয়ে গাছ লাগিয়েছেন এবং নালিশী জমি বাদীর দখলে আছে মর্মে বলেছেন। কিন্তু জেরাতে বর্তমানে নালিশী জমি কার দখলে তা তিনি বলতে পারবেন না মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি যে গাছ লাগিয়েছিলেন তা ২০০৪ সনের ঘটনা। এই সাক্ষী জেরার শেষে বলেন যে নালিশী জায়গা থেকে বাদীর বাড়ি ৪০ কিমি দূরে। **নালিশী জায়গায় একটা সাইনবোর্ড আছে যাতে ইঞ্জিনিয়ার ইসলামের নাম লেখা আছে।** সাক্ষী P.W.-3 বাদীর পক্ষে নালিশী জমির মাটি তিনি ভরাট করেছেন। তিনি জেরাতে বলেছেন যে ২০০০ সনে তিনি নালিশী ভুমিতে সর্বশেষ গিয়েছিলেন। এই সাক্ষী ও বলেছেন যে বিবাদী ইঞ্জিনিয়ার ইসলাম দখলে আছেন। সেখানে তাহার সাইনবোর্ড আছে। P.W.-4 বলেছেন যে নালিশী জায়গা খালি জায়গা। সেই জায়গা বাদীর। তবে কে দখল করেন তা জানেন না। জেরাতে তিনি বলেছেন যে বাদী তার আত্বীয় হয়। তিনি জেরাতে আরো বলেন যে গত সপ্তাহে বাদী তাকে সেখানে নিয়ে যায়। তবে সেখানে তিনি কোন সাইনবোর্ড দেখেননি।

১৩) বাদীপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষী P.W.-1, P.W.-2 P.W.-3 ও P.W.-4 এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদী P.W.-1 নালিশী ভুমিতে তাহার দখল আছে মর্মে দাবি করলে অপরাপর সাক্ষীগণ কেউই উক্ত দখল থাকা সমর্থনে জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করেননি। P.W.-2 নালিশী ভুমিতে তিনি ২০০৪ সনে বাদীর পক্ষে গাছ লাগিয়েছেন দাবি করলেও বর্তমানে নালিশী ভুমি কার দখলে তা বলতে পারেননি। P.W.-3 নালিশী ভুমিতে ২০০০ সনে তিনি বাদীর পক্ষে মাটি ভরাটের দাবি করলেও জেরাতে স্বীকার করেছেন যে নালিশী ভুমিতে বিবাদী ইঞ্জিনিয়ার ইসলামের নামীয় সাইনবোর্ড রয়েছে এবং নালিশী ভুমি তাহার দখলে রয়েছে। নালিশী ভুমিতে বিবাদীর নামীয় সাইনবোর্ড থাকার বিষয়টি P.W.-2 ও স্বীকার করেছেন। বাদীর আত্বীয় সাক্ষী P.W.-4 জবানবন্দিতে নালিশী ভুমি বাদীর মর্মে দাবি করলেও বর্তমানে কার দখলে তা তিনি জানেন না মর্মে উল্লেখ করেন। P.W.-4 কর্তৃক নালিশী জমিতে বর্তমানে কে দখলে রয়েছে তা বলতে না পারাটা অবশ্যই বাদীর দখল থাকা বিষয়ে নেতিবাচক ধারনা দেয়। নালিশী ভুমিতে বাদীর দখল থাকার বিষয়টি P.W.-2, P.W.-3 P.W.-4 এর সাক্ষ্য দ্বারা পরিপূর্ণভবে অসমর্থিত হয়েছে। উক্ত সাক্ষীগণ কর্তৃক নালিশী ভুমি বর্তমানে কার দখলে তা বলতে না পারা এবং নালিশী ভুমিতে বিবাদীর দখল থাকা ও বিবাদীর নামীয় সাইবোর্ড থাকার বিষয়টি ইহা প্রমাণ করে যে নালিশী ভুমিতে বাদীর কোন দখল নেই, বিবাদীর দখল বিদ্যমান।

১৪) বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় অন্যন্য দালিলিক প্রমান পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কে বিবাদীদের নামে ১৬৩০ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়। বাদীপক্ষ তাহার নামে নামজারি খতিয়ান থাকার দাবি করলেও বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দায়েরী ৩১৫/১৩ আপত্তি মামলায় উক্ত নামজারি

বাতিল হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীর দায়ের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারায় আনীত মিস ১২৯/২০১৬ মামলাটি বিবাদীর বিরুদ্ধে খারিজ হয় এবং উক্ত মামলায় তদন্তে নালিশী ভুমিতে বিবাদী দখলে আছে মর্মে প্রতিবেদন হয়। নালিশী ভুমিতে বাদীপক্ষে টিনের ছাউনীযুক্ত বেড়ার ঘর থাকা বিষয়ে সাক্ষীগণের কাছ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এমনকি বাদীর স্থাপিত ঘর যে আগুনে পুড়ে যাবার কারনে বাদী জি.ডি করেছেন সেই জি.ডি কপিও বাদীপক্ষ দেখাতে পারেননি। সার্বিক বিবেচনায় ইহা কোনভাবেই প্রমাণিত হয়নি যে বাদীপক্ষ নালিশী ভুমিতে দখলে আছে। অন্যদিকে বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় দালিলিক প্রমান যথা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরী মিস মামলা সমূহের আদেশ ও নামজারি আপীল মামলার আদেশ প্রদর্শনী-ত, প্রদর্শনী থ, প্রদর্শনী দ প্রদর্শনী ধ ও প্রদর্শনী ন ইত্যাদি পর্যালোচনায় নালিশী ভুমিতে বিবাদীর দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা আসে।

১৫) সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ নালিশী জমিতে তাহার নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এরুপ প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ১/২ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।